পেট্রোপণ্যের দাম কমাল, আপাত স্বস্তি দেশ জুড়ে

বাড়তে বাড়তে জ্বালানির দাম লিটার পিছু হাজার ছুঁই ছুঁই হয়েছিল। কার্যত অসহনীয় হয়ে উঠেছিল অবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারও প্রায় সপ্তাহ তিনেক মুখে কুলুপ এঁটেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন, পেট্রোল ডিজেলের দাম কমাল কেন্দ্র। দাম কমল লিটার পিছু ২.৫০ টাকা। তার এই ঘোষণায় আপাত স্বস্তি সর্বত্র। ইতিমধ্যেই বিজেপি শাসিত রাজ্য মহারাষ্ট্র, গুজরাত, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড এবং অসমে সহ ১২ রাজ্যে তেলের দাম লিটার পিছু ২.৫০ টাকা কমানো হয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির আর্জির ভিত্তিতে। অন্যান্য রাজ্যগুলিও ক্রমশ এই পথ অনুসরণ করবে বলেই আশা। বলাবাহুল্য এই পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। কারণ জ্বালানির দাম এভাবে হু হু করে বেড়ে যাওয়ায় ফলে সারা দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে পড়ে। এর বোঝা বইতে হচ্ছে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষকে। এখন জ্বালানির দাম লিটার পিছু ২.৫০ টাকা কমায় দেশের সাধারণ মানুষ মূল্য বৃদ্ধির কোপ থেকে অন্তত কিছুটা রেহাই পাবে বলেই আশা। এখন দেখা যাক। এর প্রতিক্রিয়া কী হয়।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাতাপিতা

শিবপূজা করিতে বসিয়া বেলপাতার অভাবে তিনি বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন, মেদিনীপুর যাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি একটি নূতন ঝুড়ি ও গামছা কিনিয়া আনিলেন, এবং ঝুড়িটি বেলপাতায় ভর্তি করিয়া, ভিজা গামছাখানি উপরে চাপা দিয়া লইয়া কামারপুকুর অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। অপরাহ্ণ প্রায় তিনটায় বাড়িতে পৌঁছিয়া স্নানান্তে সেই বেলপাতা লইয়া মনের আনন্দে মহাদেবের ও শীতলামাতার পূজা করিলেন অনেকক্ষণ ধরিয়া। পরদিন পুনরায় মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন।

কামারপুকুরে সংসার পাতিয়া খুদিরামের এক দুই করিয়া ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হইল। তাঁহার কন্যা কাত্যায়নী তখন একাদশ বর্ষে পড়িয়া বিবাহযোগ্য হইয়াছে। কামারপুকুরের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত আনুড় গ্রামের শ্রীকেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া তিনি কেনারামের ভগিনীর সহিত স্বীয় পুত্র শ্রীরামকুমারের বিবাহ নিষ্পন্ন করিলেন। রামকুমার তখন ব্যাকরণ ও সাহিত্য-পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। চারি বৎসরে স্মৃতি-অধ্যায়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি সংসার-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে খুদিরাম নিশ্চিন্ত হইয়া, সম্ভবতঃ ১২৩০ সালে, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর দর্শনে বহির্গত হন। তাঁহার রামেশ্বর-যাত্রার পূর্বে কোন সময়ে তাঁহার হিতৈষী বন্ধু সুখলাল গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

একবার কোজাগরী লক্ষ্মী-পূজা করিতে রামকুমার গিয়াছিলেন ভুরসুবো গ্রামে, যজমান-বাড়ীতে। তখন তাঁহার বয়স কম, বড়জোর পনর বৎসর হইবে। রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইলেও ছেলে বাড়ী ফিরিল না। দেখিয়া চন্দ্রাদেবী রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন উৎকণ্ঠিতা হইয়া। তিনি দেখিতে পাইলেন ভুরসুবোর দিক হইতে কে একজন আসিতেছে কামারপুকুরে। ছেলে আসিতেছে মনে করিয়া তিনি কয়েক পা আগাইয়া গেলেন, কিন্তু আগন্তুক নিকটবর্তী হইলে দেখিলেন সে রামকুমার নহে, এক পরমাসুন্দরী রমণী। 'মা, তুমি কোথা তেকে আসচ?' চন্দ্রা প্রশ্ন করিলেন। রমণী কহিলেন, ভুরসুবো থেকে। 'আমার ছেলে রামকুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল? সে কি ফিরচে?' চন্দ্রা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

দিনপঞ্জিকা

১৯ আশ্বিন, ভাঃ ১৪ আশ্বিন, ৬ **অক্টোবর**, ১৯ আহিন, সংবৎ ১২ আশ্বিন বদি, ২৫ মহরম। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৮। **শনিবার**, দ্বাদশী দিবা ঘ ২।৪৫ মিঃ। মঘানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৪।৩২ মিঃ। শুভযোগ রাত্রি ঘ ১২।১৬ মিঃ তৈতিলকরণ ২।৫৪ গতে গড়করণ রাত্রি ঘ ১।৪৯ গতে বনিজকরণ। **জন্মে**— সিংহরাশি ক্ষত্রিবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। অপরাহ্ণ ঘ ৪।৩২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**— দ্বিপাদদোষ দিবা ঘ ২।৫৪ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**—নৈর্ঋতে, দিবা ঘ ২।৫৪ গতে দক্ষিণে। **কালবেলাদি**— ঘ ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।২২ মধ্যে ও ৩।৫০ গতে ৫।১৮ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ৬।৫০ মধ্যে ও ৪।২ গতে ৫।৩৪ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই, রাত্রি ঘ ৬।৫০ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ঘ ৪।২ গতে পুনর্যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**— নাই। **বিবিধ**— দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।২৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। দিবা ঘ ২।৫৪ গতে অপরাহ্ণ ঘ ৪।৩২ মধ্যে **মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ, গজচ্ছায়া-যোগ**। পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ঘ ৭।১ গতে পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে), **শ্রীশ্রীশারদীয়াদুর্গাদেবীর কৃষ্ণাদ্বাদশীবিহিত পূজা প্রশস্তা**। (অকৃকৃতো কালবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বধ্য সম্মতঃ)। **জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মেঘনাদ সাহার জন্মদিবস। অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।২৩ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫০ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৯ আশ্বিন, ভাঃ ১৪ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর, ২৫ মহরম, ১৯ আহিন, উঃ ৫।৩২, অঃ ৫।১৭, শনিবার, দ্বাদশী দি ঘ ২/৫৩, সেহরী শেষ ৪।০৯, ইফতার ৫।২৬।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS)

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

পুরুষ বা মহিলা যে কেউই হরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা সহজ বাংলায় যাকে বলে মানসিক অস্থিরতাজনিত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। এই রোগের কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই। যে কোনও বয়সেই যে কেউ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে, ভারতবর্ষে অন্তত এক কোটি মানুষ প্রতি বছর এই সমস্যায় ভোগেন। আই বি এস আক্রান্তদের ২৪-২৫ শতাংশের বেশি কর্মক্ষেত্রে দেরিতে যান ও আগে ফেরেন। ১৩ শতাংশ মানুষ এই রোগের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েন।

IBS বলতে কী বোঝায় :
বিভিন্নরকম পেটের অসুখের মধ্যে IBS অন্যতম। পেটের একটা অস্বস্তি, ব্যথা এবং অনিয়মিত মলত্যাগ। ঘন ঘন বাথরুমে যাওয়া বা খুব কম যাওয়া। এটি আসলে মানসিক অস্থিরতা জনিত পেটের রোগ। প্রতিদিন খাদ্যগ্রহণ যদি উল্টো পাল্টা হয় তার থেকে যেমন পেটের রোগ হয়, তেমনি এই রোগ আবার জীবনযাত্রার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত।

কারণ :
IBS রোগের নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। তবে বেশ কয়েকটি ব্যাপারকে এই রোগের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। যেমন—
· দীর্ঘমানসিক দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা।
· ভয়পাওয়া, অবসাদগ্রস্থতা।
· অতিরিক্ত তেল-মশলা যুক্ত খাবার খাওয়া।
· পাচনতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ।
· বংশগত কারণ।
· উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, অ্যান্টাসিড ওষুধ।
· জল কম খাওয়া। অ্যালকোহল, ধূমপান বেশি করলে।

এছাড়া, খাদ্যবস্তু থেকে অ্যালার্জি, হজমের ত্রুটি, হরমোনের পরিবর্তন, এনজাইমের ঘাটতি প্রভৃতির কারণে হতে পারে।

IBS কত রকমের হয় :
IBS মোটামুটিভাবে ৩ রকম হয়। যথা—
· আইবিএস কনস্টিপেশন (IBS-C)
· আই বি এস ডাইরিয়া (IBS-D)
· আই বি এস মিশ্র (IBS-C & D)

লক্ষণ :
➢ প্রবল ডাইরিয়া বা কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা দুই-ই হতে পারে।
➢ তলপেটে ব্যথা বা খিঁচ ধরা যেটা খাবার পর বা মলত্যাগের পরে বাড়ে।
➢ পেট ফুলে ওঠে, গুড় গুড় শব্দ, নাভীর চারদিকে কামড়ানো ব্যথা।
➢ বমিভাব, খাবারে অরুচি।
➢ শক্ত অথবা নরম মলাধার, এর সাথে কখনও রক্ত পড়া।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা :
রক্তপরীক্ষা, কোলোনোস্কোপি, আপার এন্ডোস্কোপি, S, মলপরীক্ষা চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে করতে হবে।

জটিলতা :
রোগের চিকিৎসা না করালে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।
মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। দেহের ওজন কমে যায়। অর্শ, ফিসচুলা হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অপুষ্টি, দেহে ভিটামিন, মিনারেলের অভাব ঘটতে থাকে। রক্তগ্রস্থতা দেখা দেয়। যৌন জীবনেও ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা :
হোমিও প্যাথি চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী নাক্সভম, কার্বোভেজ, নেট্রাম মিউর প্রভৃতি ওষুধ কার্যকরী। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি হাল্কা ব্যায়াম যেমন—হাঁটা, জগিং, সাঁতার কাটা প্রয়োজন।

প্রতিরোধের উপায় :
➢ জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন—কফি, চা, সোডা, অ্যালকোহল, ক্যাফিন জাতীয় পানীয় খাওয়া বন্ধ করতে হবে।
➢ ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি পরিমানে খেতে হবে। কাঁচকলা খেলে ভালো।
➢ মানসিক চিন্তা, বিষণ্ণতা, অবসাদ কমানো প্রয়োজন।
➢ নিয়মিত ব্যায়াম, শরীর চর্চা করা দরকার।
➢ অনেকের দুধজাত বা ল্যাকটোজ যুক্ত খাবার সহ্য হয় না, তাদের তা এড়িয়ে চলতে হবে।
➢ ল্যাক্সেটিভ অর্থাৎ পায়খানা নরম করার ওষুধ নিয়মিত না খাওয়া।
➢ অল্প পরিমানে বারে বারে খেতে হবে।
➢ আদা, কলা, গাজর, ব্রোকলি, কমলা, আপেল, আঙুর, ছোট মাছ প্রভৃতি খাওয়া দরকার।
➢ ডায়াবেটিস থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

পরিশেষে সুনিশ্চিষ্ট খাদ্যাভাস ও মানসিক চাপমুক্ত থাকলে আই বি এসকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

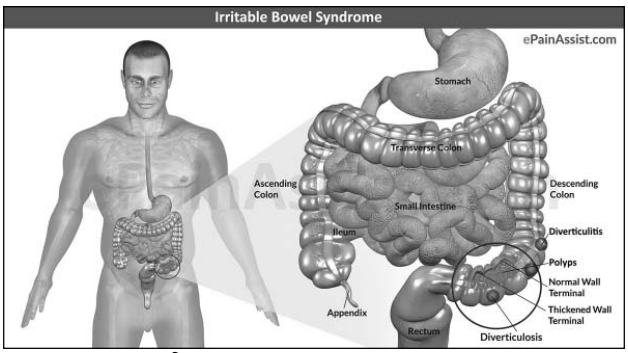

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

পশ্চিমবঙ্গ

· **মার্চে পণ্য ও পরিষেবা করে উদ্বৃত্ত :**
পণ্য ও পরিষেবা করে (জিএসটি) উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থসচিব হাসমুখ আঢিয়া মুখ্যসচিব মলয় দে-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, একমাত্র এ রাজ্যেই জিএসটিতে রাজস্ব ঘাটতি নেই। গত বছর জুলাইয়ে গোটা দেশে জিএসটি চালু হয়। গত আগস্টে এই খাতে রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৩৩.৪ শতাংশ। যা সেইসময় জাতীয় গড় (২৮.৩ শতাংশ)-এর থেকে বেশি। কিন্তু এ বছর মার্চে ঘাটতি মিটে গিয়ে রাজ্যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয়েছে তিন শতাংশ। যেখানে গোটা দেশে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৭.৯ শতাংশ। জিএসটি আদায়ে ঘাটতি থাকলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে তা পুষিয়ে দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। মার্চ মাসের জন্য এ রাজ্যের ক্ষতিপূরণ করতে হবে না কেন্দ্রকে।

· **পূর্ব ভারতে 'উড়ান'-এর যাত্রা শুরু :**
পূর্ব ভারত থেকে এই প্রথম ডানা মেলল আঞ্চলিক উড়ান পরিষেবা। গত ২৬ এপ্রিল পূর্ব ভারতে এই পরিষেবা চালু হল জুম এয়ারের কলকাতা-তেজপুর উড়ানে। একই সঙ্গে বাঁশি বাজল এ শহর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, পড়শি রাজ্যে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট ছোট শহরে বিভিন্ন রুটে পরিষেবা শুরুর। যেমন, এয়ার ডেকান এবং স্পাইসজেটও কলকাতাকে ছুঁয়ে ছোট রুটে উড়ান শুরু করতে চলেছে দ্রুত। সেই মানচিত্রে রয়েছে দুর্গাপুর, কোচবিহার, বাগডোগরা, জামশেদপুর, রৌরকেল্লা, প্যাকিয়ং, শিলং, ডিমাপুর, যোরহাট, পাসিঘাট, তেজুর মতো শহর। যার বেশির ভাগ থেকেই এখন বিমান পরিষেবা নেই। এই আঞ্চলিক উড়ান পরিষেবার দেশের বড়ো শহরগুলি থেকে ছোট বিমান চালিয়ে ছোট শহরকে যুক্ত করতে নেমেছে কেন্দ্র। তার জন্য বহু নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। সংস্থাগুলিকে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সুবিধাও। আপাতত প্রথম তিন বছর তা জারি থাকার কথা। দেশের অন্যান্য প্রান্তে এই প্রকল্পে উড়ান পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে।

· **বিপর্যয় মোকাবিলায় স্যাটফোনের ব্যবস্থা :**
গঙ্গাসাগর মেলায় এ বার পরীক্ষামূলক ভাবে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে সুফল পেয়েছে রাজ্য প্রশাসন। ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়লে সেই বিপর্যয় মোকাবিলাতেও এবার স্যাটফোন ব্যবহার করতে চায় রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ইতোমধ্যেই ১৬-টি স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে এসেছে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য একটি ফোন তো থাকছেই। এই ফোন দেওয়া হবে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি-কেও। প্রসঙ্গত, উপগ্রহ থেকে সিগন্যাল আসে স্যাটফোনে। উপগ্রহ থাকে ৩৪, ৭০০ কিলোমিটার উঁচুতে। সিগন্যাল পাওয়া যায় বিমানে, জাহাজেও। টাওয়ার লাগে না। ফোনের দাম ৪০-৭০ হাজার টাকা। ভারতে স্যাটেলাইট ফোন তৈরি হয় না। দেশে ৪০০০ স্যাটেলাইট ফোন সক্রিয়। ব্যবহার করে প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগ। সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারেন না। এই পরিষেবা দেয় একমাত্র বিএসএনএল। কথা বলার খরচ মিনিটে কমবেশি ৪৫ টাকা।

· **অগুলে ফের বিমান পরিষেবা চালু :**
নববর্ষে অগুলের আকাশে ফের উড়ে এলো বিমান। গত ১৫ এপ্রিল এই শিল্পাঞ্চলে আবার চালু হল বিমানবন্দর। এদিন দুর্গাপুরের আকাশে দেখা যায় দিল্লি-দুর্গাপুর রুটের এয়ার ইন্ডিয়ার ১২২ আসনের বিমান। রবি, সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার—সপ্তাহে চার দিন দিল্লি-দুর্গাপুর রুটে বিমানটি যাতায়াত করার কথা। এয়ার ইন্ডিয়ার এয়ারবাস এ-৩১৯ দিল্লিতে সকাল ৫টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে অগুলে পৌঁছাবে সকাল ৭টা ৫০ নাগাদ। আবার সেটি অগুল থেকে সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে উড়ে যাবে। দিল্লি পৌঁছবে সকাল ১০টা ৩৫ নাগাদ। অবশ্য অগুল থেকে এর আগে বেশ কয়েকবার বিমান চালু হলেও যাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৫ সালের মে মাসে এয়ার ইন্ডিয়া সপ্তাহে তিন দিন কলকাতা-দিল্লি ভায়া অগুল রুটে বিমান পরিষেবা শুরু করে। কিন্তু জুনে পর্যাপ্ত যাত্রীর অভাবে পরিষেবা বন্ধ করে দেয় এয়ার ইন্ডিয়া। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি বেসরকারি সংস্থা ওই একই রুটে বিমান পরিষেবা চালু করে। সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে যায় সেই পরিষেবাও।

অর্থনীতি

➢ নিয়োগকারী কোনও কর্মীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের (ইপিএফ) টাকা জমা না দিলে, তাকে সে কথা জানিয়ে দেবেন পিএফ কর্তৃ পক্ষই এসএমএস বা ই-মেল মারফত। এতদিন এ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু তাদের অ্যাকাউন্টে নিয়োগকারী কত টাকা জমা দিলেন, তা-ই জানাত পিএফ দফতর। পাশাপাশি, পিএফের আওতায় থাকা কর্মীদের বয়সের ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রুপে ভেঙে নিটি সদস্য সংখ্যা নিজেদের ওয়েবসাইটে জানানোর ব্যবস্থাও করেছে তারা। যারা অবসর বা অন্য কারণে পিএফ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তাদের বাদ দিয়েই সেই সংখ্যা জানাবে দফতর।

· **জিএসটি-র ই-ওয়ে বিল চালু, কর আদায়ে বৃদ্ধি :**
পয়লা এপ্রিল থেকে ই-ওয়ে বিল চালু হয়েছে। অর্থসচিব হাসমুখ আঢিয়ার দাবি, এরফলে ভবিষ্যতে জিএসটি থেকে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়বে। কারণ এক রাজ্য অন্য রাজ্যে ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে আর কর ফাঁকি দেওয়ার কোনও উপায় থাকবে না। অর্থ মন্ত্রকের হিসেব, ফেব্রুয়ারিতে জিএসটি বাবদ আয়ের পরিমাণ ৮৯,২৬৪ কোটি টাকা, যা হাতে এসেছে মার্চে। সব মিলিয়ে বিদায়ী অর্থ বছরে জিএসটি থেকে সরকারের আয় প্রায় ৭ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি। ই-ওয়ে বিল আসার পর থেকে এখনও কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি বলেই জিএসটি নেটওয়ার্ক কর্তাদের দাবি। প্রথম দিন রবিবার হওয়া সত্ত্বেও ২.৫৯ লক্ষ বিল তৈরি হয়েছিল। পরের দিন দুপুর ২টোর মধ্যেই তৈরি হয়েছে ২.০৪ লক্ষ বিল। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৮,৮৩৪ এবং ৫,২০৭। এদিকে অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৯,৬০৪ কোটি টাকা আইজিএসটি রিফান্ড মঞ্জুর হয়েছে। মঞ্জুর হয়েছে কাঁচামালে মোটানো ৫,৫১০ কোটি টাকার কর ছাড়াও। রাজ্যগুলি ২,৫০২ কর ছাড়ে সায় দিয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের পণ্য পরিবহণে লাগবে ই-ওয়ে বিল। পরিবহণকারী যে দিন প্রথম এই সংক্রান্ত ফর্ম বিশদে পূরণ করবে, সেদিন থেকেই ই-ওয়ে বিলটি বৈধ বলে ধরা হবে। এ ক্ষেত্রে জিএসটি ইডব্লিউবি-০১ ফর্মের পার্ট-'বি' ভর্তি করতে হবে পরিবহণকারী সংস্থাকে। একাধিক রাজ্যের তিনটি শহর ঘুরে দু'টি পরিবহণ সংস্থা মারফত পণ্য ঠেকাতে হলেও একটি ই-ওয়ে বিলই লাগবে। জিএসটি পরিষদের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুসারে ১০০ কিলোমিটারের কম পথ পাড়ি দিলে বিল বৈধ থাকার মেয়াদ একদিন। তার পরে প্রতি ১০০ কিলোমিটারের জন্য বৈধতা বাড়বে এক দিন করে।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

কন্যার শ্রী বাড়াতে 'কন্যাশ্রী' সাধু উদ্যোগ

'বর্তমান সভ্যতার আজ উন্নত যে মান/ তাতে আছে নরনারীর সম অবদান / নারীর মাঝে আদ্যাশক্তি সদা বিরাজে /তবু নারী অবহেলিত এই সমাজে /বর্তমানে নারীদের বাড়িয়ে দিতে মান / পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিচ্ছে কন্যাশ্রী প্রকল্পের দান।' প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের কন্যা সন্তানেরা অবহেলিত হয়ে এসেছে। প্রথম থেকেই নারীরা পর্দার আড়ালে বা ঘরের মধ্যে বন্দি। পুরুষেরা সমাজে যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে, নারীরা সেই তুলনায় অনেক কম অধিকার পেয়েছে। কিন্তু বর্তমান দিনে মানুষের শুভ বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বিপন্ন অসহায় নারী জাতিকে নিজ অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাল্যবিবাহ রোধ করার মহান ব্রত নিয়ে সুন্দর নারীসমাজ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারীদের জন্য কিছু আর্থিক সহযোগিতার যে প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তাই হল 'কন্যাশ্রী'। এই প্রকল্পটি বর্তমানে বিশ্বের দরবারে সমানভাবে সমাদৃত। এই প্রকল্পের জন্য পুরস্কারও জিতে নিয়েছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পটি একটি নবজাগরণ ঘটিয়েছে। যে সমস্ত পিতা-মাতা তাদের কন্যা সন্তানকে ১৮ বছর না পেরতেই বিবাহের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত পিতা-মাতার এই প্রকল্পের কথা শুনে তাঁদের মনে অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে। ফলে বাল্যবিবাহ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয় শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার গতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। যে সমস্ত পরিবার আর্থিক সমস্যার জন্য তাদের কন্যা সন্তানদের মানসিক উৎকর্ষতার বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়মুখী করতে পারছিলেন না, সেই সব কন্যা সন্তানদের শিক্ষিত করার একটি বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন তারা। কন্যা সন্তান হল দেশের গর্ব, সৌভাগ্য। সেটা এখন ক্রমে ক্রমে প্রমাণিত হচ্ছে। তাই কন্যা সন্তানদের প্রতি অবহেলা বা কন্যা ভ্রুণ হত্যা এই প্রকল্পের জন্য আকোটাই কমে গিয়েছে। এই প্রকল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সাড়া পৃথিবীকে বাল্য বিবাহরোধে পথ দেখিয়েছে। তাই অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও এই ধরনের প্রকল্প চালু হলে বাল্যবিবাহ রোধ এবং কন্যা সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।

সুপর্ণা ঘোষ
ঠাকুরহাটি, পশ্চিম মেদিনীপুর

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়